Pg. 01

॥ মাত্রাবৃত্ত ছন্দ / ধ্বনিপ্রধান ছন্দ ॥

যে কাব্য-ছন্দে মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয়, যার লয় বিলম্বিত (মধ্যম লয়), যার পর্বগুলিতে শক্তি ও সুরের স্বাভাবিক প্রাধান্য প্রকাশিত না হয়ে মাত্রার প্রাধান্য সূচিত হয়, তাকে ধ্বনি প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।

এই জাতীয় ছন্দের পর্ব বা চরণ বিন্যাস মাত্রাসংখ্যার উপর নির্ভর করে সেই কারণে এই ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ছন্দের আদি, মধ্য, অন্ত্য সর্বক্ষেত্রেই যুগ্মধ্বনি এবং যৌগিক অক্ষর দ্বিস্বরে প্রসারিত হয়।

■ বিকল্প নামকরণ প্রসঙ্গ:

ধ্বনি প্রধান ছন্দের নামকরণ করেছিলেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে এই ছন্দের মাত্রাবৃত্ত নামকরণ করেন আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন। তারাপদ ভট্টাচার্য, আকুল যাদের প্রমুখ ছান্দসিকগণ এই নামটি গ্রহণ করেন। নামকরণের সময় প্রবোধচন্দ্র সেন যুক্তি দেখিয়েছিলেন— "ধ্বনির পরিমাণ বা Quantity— র উপর ভিত্তি করে যে ছন্দ রচিত হয় তারই নাম মাত্রাবৃত্ত।" কিন্তু পরবর্তীকালে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দের মাত্রার গুরুত্ব অসীম করে ছন্দের নতুন নামকরণ করেন— কলাবৃত্ত, কলামাত্রিক বা সরল কলাবৃত্ত ছন্দ। পরে তিনি বলেন মাত্রাবৃত্ত নামটি অতি দোষে দুষ্ট তাই তিনি এই নাম পরিত্যাগ করে নতুন নামকরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রকাশিত ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে বলা হয় প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্ন মাত্রাছন্দ।

Scanned with CamScanner

বৈশিষ্ট্য: ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে উপস্থাপন করা হল-

i) ধ্বনিপ্রধান ছন্দের প্রত্যেকটি রুদ্ধদল এবং যৌগিক অক্ষর সর্বত্রই দুই মাত্রা হিসেবে গন্য হয়।

ii) মুক্তদলগুলি সর্বত্রই একমাত্রা হিসেবে গন্য হয়। তবে দীর্ঘ মুক্তদলগুলি অর্থাৎ দীর্ঘ স্বর প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দুই মাত্রা হিসেবে গণ্য হয়।

iii) ধ্বনিপ্রধান ছন্দে উচ্চারণের গতি বিলম্বিত বা মধ্যম লয়।

iv) এই ছন্দের মূল পর্ব চার, পাঁচ, ছয় বা সাত মাত্রার হয়।

v) অক্ষরের মাত্রাসংখ্যা নির্দিষ্ট- মাধ্যম বিদেশি ছন্দের বাংলা রূপায়নে এই ছন্দ অত্যন্ত উপযোগী।

vi) এই ছন্দে শব্দধ্বনিই থাকে, তবু অতিরিক্ত সুর বা তান থাকে না।

vii) আরামপ্রিয়তা এই ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

Scanned with CamScanner

- আমরা এখানে একটি আধুনিক ধ্বনিপ্রধান এবং একটি প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ ছন্দলিপিসহ বিশ্লেষণ করব।

- আধুনিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দের দৃষ্টান্ত—

১১ ২ ১১ ১ ২ ১১১ ১১ ১১ ১১১১
আমি দীপ-শিখা / আলোক বালিকা / রাত্রি যবে বাতা/য়নে ॥
২ ২১১ ১১১ ১১১ ১ ২ ১২ ১১
দূর প্রান্তরে / আলেয়া ডাকিনী / মিলায় আঁধার/সনে ॥

৬+৬+৬+২
৬+৬+৬+২

- —এখানে পূর্ণপর্ব গঠিত হয়েছে ছয় মাত্রায়।
- লয় বিলম্বিত (মধ্যম)
- রুদ্ধদল এবং যৌগিক দলগুলি দুই মাত্রা ধরা হয়েছে। মুক্তদল গুলি এক মাত্রা বিশিষ্ট।

- প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত:—

২ ১১ ১১১১ ২ ১১ ২ ২
রামক/দরপন/মামক/মুকুল । ৪+৪+৪+৪
১১১১ ২ ১১ ১১১ ১ ২ ২
নয়নক/অঞ্জন/মুখক তা/ম্বুল ॥ ৪+৪+৪+৪
১১১১ ১১১১ ২ ১১ ২ ২
হৃদয়ক/মৃগমদ/গীমক/হার । ৪+৪+৪+৪
২ ১১ ১১১১ ২ ১১ ২ ২
দেহক/সরবস/গেহক/সার ॥ ৪+৪+৪+৪

এখানে—
- পূর্ণপর্ব চার মাত্রা বিশিষ্ট
- লয় মধ্যম।
- দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষরগুলি দুইমাত্রা ও রুদ্ধদল গুলিও দুই মাত্রা হিসেবে গণ্য হয়েছে। এবং সাধারণ মুক্তদলগুলি একমাত্রা বিশিষ্ট।

Scanned with CamScanner

■ প্রাচীনযুগের চর্যাপদ, মধ্যযুগে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রভৃতিতে প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবিরা আধুনিক ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে নানা বৈচিত্র্যতা দান করেছেন।

■ আরো উদাহরণ—

i) কলিকাতা | শোনে নাকো | চলার খেয়ালে ॥
নূতের | নেশা তার | দুয়ে দেয়ালে ॥

4+4+4+2
4+4+4+2

পর্ব : মূলপর্বগুলি চার মাত্রা এবং শেষ পর্বগুলি দুই মাত্রা হয়েছে।
চরণ : প্রতিটি চরণ চারটি করে পর্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে।
স্তবক : দুটি চরণ নিয়ে স্তবকটি গঠিত হয়েছে।
লয় : দ্রুত লয়।
রীতি : মাত্রাবৃত্ত / ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

ii) ঘুমের দেশে | ভাঙিল ঘুম | উঠিল কলস্বর
গাছের শাখে | জাগিল পাখি | কুসুমে মধুকর

পর্ব : পাঁচ মাত্রার; শেষেরটি দুইমাত্রার, 5+5+5+2
চরণ : চার পর্বের। 5+5+5+2
স্তবক : দুটি চরণ নিয়ে স্তবকটি গঠিত হয়েছে।
লয় : দ্রুত লয়।
রীতি : মাত্রাবৃত্ত / ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান বা কলাবৃত্ত :—

ছকের সাহায্যে দেখানো হল ⟹

বিভিন্ন নাম	ছান্দসিকের নাম	ছন্দ-বৈশিষ্ট্য
১. মাত্রাবৃত্ত	— প্রবোধচন্দ্র সেন	১. লয় মধ্যম।
২. কলাবৃত্ত	— প্রবোধচন্দ্র সেন	২. ধ্বনি ঝঙ্কার
৩. সরলকলা মাত্রিক	— প্রবোধচন্দ্র সেন	৩. পূর্ণপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার।
৪. ধ্বনিপ্রধান	— অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	৪. মুক্ত অক্ষর এক মাত্রা, রুদ্ধদল দুই মাত্রা।
৫. সংস্কৃত ভাঙা	— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫. মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দুপ্রকার— (ক) নব (খ) প্রত্ন
৬. সার্বভৌমর পর্ব-ভূমক	— মোহিতলাল মজুমদার	